গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
প্রাণিসম্পদ -২ অধিশাখা
www.mofl.gov.bd

পত্র সংখ্যা-৩৩.০১.০০০০.১১৮.২২.৪৬৬.১৭-২৭৫

১১ বৈশাখ ১৪২৪
তারিখঃ -------------------
২৪ এপ্রিল ২০১৭

বিষয়ঃ সিটি কর্পোরেশন, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে নতুনভাবে সঠিক মানসম্পন্ন পশু জবাইখানা নির্মাণের জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিক তালিকা প্রেরণ প্রসঙ্গে।

সূত্রঃ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-৩৩.০১.০০০০.১১৮.২২.৪৬৬.১৭-২৬৪ তারিখঃ ১৯/০৪/২০১৭।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রস্থ স্মারকে পশু জবাই ও মাংসের মান নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১১ অনুসারে স্লটার হাউজ (জবাই খানা) নির্মাণ, ব্যবস্থাপনা ও ব্যবহার নিশ্চিতকরনের লক্ষ্যে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে গত ১৬/০৪/২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।

২.০। এমতাবস্থায়, উক্ত সভার সিদ্ধান্ত ক্রমিক নং-১১ এর ১ অনুযায়ী মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন প্রস্তাবিত "প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন ভিত্তিক শ্বেতবিপ্লব ও মাংস উৎপাদন" (ডিআর এম পি) প্রকল্পের মাধ্যমে পশু জবাইখানা নির্মাণের বিষয়ে স্থানীয় সরকার বিভাগ নীতিগতভাবে একমত বিধায় স্থানীয় সরকার বিভাগ এ বিষয়ে কার্যকর পদক্ষেপের অংশ হিসাবে আগামী ২ সপ্তাহের মধ্যে সিটি কর্পোরেশন, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে নতুনভাবে সঠিক মানসম্পন্ন পশু জবাইখানা নির্মাণের জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিক তালিকা (প্রয়োজনীয় পরিমাণ জমির প্রাপ্যতা বিবেচনায় নিয়ে) এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

যুগ্ম-সচিব (নঃউঃ-১) এর দপ্তর
স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্মারক নং ....১৫২১....
তারিখঃ ....
স্বাক্ষর ....
যুগ্ম-সচিব (নগর উন্নয়ন-১)

(নিগার সুলতানা)
উপসচিব
ফোনঃ ৯৫৭৬৬৯৮
e-mail:livestock-2@mofl.gov.bd

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
উপজেলা-২ শাখা
www.lgd.gov.bd

স্মারক নং- ৪৬.০৪৫.০১৬.১০.১১.০১১.২০১১- ৫০৮

তারিখঃ ২৫/০৪/২০১৭

পত্রের মর্মানুযায়ী উপজেলা পর্যায়ে নতুনভাবে সঠিক মানসম্পন্ন পশু জবাইখানা নির্মাণের জন্য অগ্রাধিকারভিত্তিক তালিকা (জমির প্রাপ্যতা বিবেচনায়) আগামী ০৩ কার্যদিবসের মধ্যে এ বিভাগে প্রেরণের জন্য পত্রের ছায়ালিপি নির্দেশক্রমে এসাথে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তঃ বর্ণনামতে

(ড. জুলিয়া মঈন)
উপ-সচিব

বিতরণঃ কার্যার্থেঃ-

১. চেয়ারম্যান (সকল) ....উপজেলা পরিষদ।
২. উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল) .... উপজেলা।
৩. ভাইস চেয়ারম্যান (সকল), ...উপজেলা পরিষদ।

অনুলিপিঃ
১ প্রোগ্রামার, স্থানীয় সরকার বিভাগ (ওয়েবসাইটে আপলোড করার অনুরোধসহ)।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
প্রাণিসম্পদ-২ শাখা
www.mofl.gov.bd

পশু জবাই ও মাংসের মান নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১১ অনুসারে স্লটার হাউজ (জবাইখানা) নির্মাণ, ব্যবস্থাপনা ও ব্যবহার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণীঃ

সভাপতি	ঃ	মোঃ মাকসুদুল হাসান খান সচিব মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
সভার স্থান	ঃ	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ
সভার তারিখ ও সময়	ঃ	১৬/০৪/২০১৭ খ্রিঃ, সকাল ১১:০০ ঘটিকা

সভায় উপস্থিতিঃ পরিশিষ্ট 'ক'

সভার শুরুতে সভাপতি সকলকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, "পশু জবাই ও মাংসের মাননিয়ন্ত্রণ আইন ২০১১" একটি যুগোপযোগী আইন। এ আইনের ধারাসমূহ সঠিকভাবে প্রয়োগ করা সম্ভব হলে ভোক্তা পর্যায়ে নিরাপদ খাদ্য সরবরাহ অনেকটা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। এ আইনটি সঠিকভাবে প্রয়োগ করতে হলে সারাদেশে প্রয়োজনীয় সংখ্যক আধুনিক মানসম্পন্ন পশু জবাইখানা থাকা প্রয়োজন। তাছাড়া বিদ্যমান পশু জবাইখানাসমূহ সঠিক মানসম্পন্ন কিনা এবং এগুলোর বর্জ্যব্যবস্থাপনা সঠিক কিনা তাও পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। এ বিষয়গুলো উল্লেখপূর্বক তিনি এতদসংক্রান্ত বিস্তারিত প্রেক্ষাপট উপস্থাপনের জন্য মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরকে আহ্বান জানান।

২। ডাঃ মোঃ আইনুল হক, মহাপরিচালক (ভাঃপ্রাঃ), প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর সভায় জানান, বর্তমানে সিটি করপোরেশন, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক আধুনিক মানসম্পন্ন পশুজবাইখানা না থাকায় অধিকাংশক্ষেত্রে জনসাধারণের নিকট নিরাপদ মাংস সরবরাহ করা সম্ভব হচ্ছে না। বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর প্রস্তাবিত "প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন ভিত্তিক শ্বেতবিপ্লব ও মাংস উৎপাদন" (ডিআরএমপি) প্রকল্পের আওতায় স্থানীয় সরকার বিভাগ প্রণীত তালিকা অনুযায়ী নির্ধারিত সংখ্যক পশুজবাইখানা নির্মিত হলে এ অবস্থার উত্তোরন ঘটানো সম্ভব হবে। ভোক্তা পর্যায়ে নিরাপদ মাংস সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় থেকে "পশু জবাই ও মাংসের মাননিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১১" অনুসারে দেশব্যাপী মোবাইল কোর্ট পরিচালনার বিষয়ে নির্দেশনাও প্রদান করা হয়েছে। প্রস্তাবিত ডিআরএমপি প্রকল্পে নিরাপদ মাংস উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ, মূল্য সংযোজন, সাপ্লাই চেইন উন্নয়ন, বাজার সম্প্রসারণ কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে "পশু জবাই ও মাংসের মান নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১১" অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ অপরিহার্য্য। এ লক্ষ্যে স্লটার হাউজ (জবাইখানা) নির্মাণ, ব্যবস্থাপনা ও ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে বিভিন্ন দেশের সিটি কর্পোরেশন, মিউনিসিপ্যালিটি ও অন্যান্য জনবহুল হাটে পশু জবাইখানা ও লাইভ বার্ড মার্কেট নির্মাণ অথবা প্রয়োজনীয় সংস্কারে অর্থায়নের সুযোগ উক্ত প্রকল্পে রয়েছে। জনমানুষের চাহিদা ও বৈশ্বিক চাহিদার প্রেক্ষাপটে আইনটি প্রণীত হয়েছে এবং স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীন পশুজবাইখানা গুলোয় প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কারিগরী সহায়তা দিয়ে আসছে। জবাইখানাগুলোয় মানসম্মত সুযোগ-সুবিধা না থাকায় নিরাপদ প্রাণির মাংস ও উহার জবাই এবং প্রক্রিয়াকালে মাংস অনিরাপদ হয়ে যেতে পারে। এছাড়া বর্জ্যব্যবস্থাপনা ভালো না হলে পরিবেশ দূষণ হতে পারে। দেশের সকল পর্যায়ে আন্তজার্তিক মানসম্পন্ন স্লটার হাউজ নির্মাণ করা সম্ভব হলে ভোক্তা পর্যায়ে নিরাপদ মাংস সরবরাহ করার পাশাপাশি বিদেশেও মাংস রপ্তানী সহজতর হবে। তিনি আরও জানান যে, প্রতিটি পশুজবাইখানায় লেইরেজ বা পশু দাঁড়ানো ও বিশ্রামের জায়গা ও Waste Disposal Pit থাকা আবশ্যক যা বর্তমানে নেই। এতদসংক্রান্ত দেশের সিটি কর্পোরেশন ও মিউনিসিপ্যালিটি এলাকা এবং সিটি কর্পোরেশন ও মিউনিসিপ্যালিটি ব্যতীত পশুজবাইখানার সংখ্যা, ঠিকানা, জমির পরিমাণ, প্রয়োজনীয় নির্মাণ ও সংস্কার, নকশা ইত্যাদিসহ অগ্রাধিকারক্রম ও কর্মপদ্ধতি নির্ধারণ আবশ্যক।

৩। জনাব মোঃ কামরুজ্জামান, যুগ্মসচিব (প্রাণিসম্পদ-১), মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ও ডিআরএমপি প্রকল্প বিষয়ক সরকারি টিমের প্রধান সভায় জানান, নিরাপদ প্রাণিজাত মাংস প্রক্রিয়াকরণ ও সরবরাহ প্রাণিজাত Food Safety নিশ্চিত করতে হলে পশু জবাই সংক্রান্ত আইনের প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। এজন্য দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রয়োজনীয় সংখ্যক

অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

বর্জ্য ব্যবস্থাপনারও সুযোগ রয়েছে। তিনি বলেন, সিটি করপোরেশন, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে পশুজবাইখানার আয়তন/আকার বিবেচনায় নিয়ে আলাদা ক্যাটাগরি করা যেতে পারে এবং স্থানীয় সরকার বিভাগ এগুলোর Assesment করে অগ্রাধিকার নির্ধারণ করতে পারে। তিনি আরও বলেন, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রস্তাবিত ডিআরএমপি প্রকল্পের মাধ্যমে আধুনিক মানসম্পন্ন পশুজবাইখানা নির্মাণ শেষে স্থানীয় সরকার বিভাগের সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নিকট হস্তান্তরের পর এগুলোর টেকসই ব্যবহার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক Standard Operating Procedure (SOP) প্রণয়ন প্রয়োজন। যাতে করে স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহ হস্তান্তরকৃত পশুজবাইখানাগুলোর প্রয়োজনীয় রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় এবং জনবল পদায়নের মাধ্যমে যথাযথভাবে পরিচালনা করতে সক্ষম হয়।

১৯। বিস্তারিত আলোচনা শেষে সভায় সর্ব সম্মতিক্রমে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

১. মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন প্রস্তাবিত ডিআর এম পি প্রকল্পের মাধ্যমে পশু জবাইখানা নির্মাণের বিষয়ে স্থানীয় সরকার বিভাগ নীতিগতভাবে একমত বিধায় স্থানীয় সরকার বিভাগ এ বিষয়ে কার্যকর পদক্ষেপের অংশ হিসাবে আগামী ২ সপ্তাহের মধ্যে সিটি করপোরেশন, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে নতুনভাবে সঠিক মানসম্পন্ন পশু জবাইখানা নির্মাণের জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিক তালিকা (প্রয়োজনীয় পরিমাণ জমির প্রাপ্যতা বিবেচনায় নিয়ে) মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবে।

২. ক্যাটাগরী অনুযায়ী পশুজবাইখানা নির্মাণের নক্শা স্থানীয় সরকার বিভাগ ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সাথে সমন্বয় করে এফএও প্রস্তুত করবে। এক্ষেত্রে সিটি করপোরেশন কর্তৃক ইতিমধ্যেই প্রণীত নক্শা পর্যালোচনা করা যেতে পারে।

৩. প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর প্রস্তাবিত ডিআরএমপি প্রকল্পের অর্থায়নে স্থানীয় সরকার বিভাগ প্রণীত অগ্রাধিকার তালিকা অনুযায়ী আধুনিক মানসম্মত পশুজবাইখানা নির্মাণ করে স্থানীয় সরকার বিভাগের সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান (সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা, জেলা, উপজেলা পর্যায়ে) বরাবরে হস্তান্তর করবে। হস্তান্তরিত পশুজবাইখানাগুলোর টেকসই ব্যবহার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার বিভাগ প্রয়োজনীয় জনবল এবং রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় নির্বাহের জন্য Standard Operating Procedure (SOP) প্রণয়ন করবে।

৪. স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক প্রণীত অগ্রাধিকারভিত্তিক তালিকা এবং এফএও কর্তৃক সরবরাহকৃত পশুজবাইখানার নক্শা প্রাপ্তির পর পরবর্তী সভা মে/২০১৭ এর প্রথম সপ্তাহে অনুষ্ঠিত হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তির ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত- ১৮/০৪/২০১৭

(মোঃ মাকসুদুল হাসান খান)
সচিব
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়